DEPEARTMENT OF

PHILOSOPHY

Carvaka

Perception :- চার্বাক মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমান :-

আলোচনা

চার্বাক দর্শন হল নাস্তিক এবং জড়বাদী দর্শন । চার্বাক মতে জগতের অন্তিম উপাদান হল জড় এবং জড় থেকেই এই জগতের উৎপত্তি । চার্বাক মতে ঈশ্বর, পাপ, পুন্য, কর্মফল ভোগ, মুক্তি, পরলোক, এসব কিছুই নেই । সহজ কথায়, ভারতীয় দর্শনের মূল চিন্তাধারা থেকে চার্বাকরা সম্পূর্নরূপে বিচ্ছিন্ন ।

প্রত্যক্ষ :- চার্বাকপন্থী দার্শনিকরা বলেন যে, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমান । যে বস্তু কোনকালে কোনভাবে প্রত্যক্ষগোচর হয় না তা নেহাতই অলীক ।

প্রত্যক্ষ সব প্রমানের মূল প্রমান :- প্রত্যক্ষ দু-রকমের বাহ্য-প্রত্যক্ষ এবং মানস প্রত্যক্ষ

প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমান :- চার্বাকপন্থী দার্শনিকরা বলেন যে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমান। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উৎপন্ন সম্যক্ অপরোক্ষ অনুভব হল প্রত্যক্ষ।

প্রথমত :- প্রত্যক্ষ হল অনুভব।

দ্বিতীয়ত :- প্রত্যক্ষ হল অপরোক্ষ অনুভব।

তৃতীয়ত :- প্রত্যক্ষ হল সম্যক্ অনুভব।

প্রত্যক্ষ ব্যতীত অনুমান হয় না।

প্রত্যক্ষ ব্যতীত উপমান-উপমেয় ভাব ও চিন্তা করা যায় না।

অর্থাৎ সকল প্রমান প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যক্ষ প্রমানই একমাত্র মূল প্রমান।

চার্বাক দর্শন

চার্বাকমতে অনুমান প্রমান নয় :- প্রত্যক্ষ জীবের ওপর ভিত্তি করে জ্ঞাত সত্য থেকে অজ্ঞাত সত্যে পৌছানোর যে পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া তাকে বলে অনুমান। চার্বাকান অনুমানকে প্রমান বলে স্বীকার করেন নি।

প্রতিটি অনুমানের ক্ষেত্রে তিনটি পদার্থ থাকে - পক্ষ, হেতু ও সাধ্য। হেতু ও সাধ্যের নিয়ত সহচার সম্বন্ধ হল ব্যাপ্তি। অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে। ব্যাপ্তিজ্ঞান নিঃসন্দিগ্ধ হলে তবেই সুনিশ্চিতভাবে অনুমান করা যায়।

চার্বাকদের সিদ্ধান্ত হল - প্রত্যক্ষের মাধ্যমে অথবা শব্দের মাধ্যমে ব্যাপ্তির নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হয় না। ব্যাপ্তিজ্ঞান না হলে অনুমান হয় না, অতএব অনুমান প্রমান নয়।

চার্বাক দর্শন

শব্দ প্রমান নয় :- চার্বাক জ্ঞানতত্ত্বের সার কথা হল - প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমান, অনুমান বা শব্দ কোন প্রমান নয় ।

শব্দ হল 'আপ্ত পুরুষের বাক্য' । যিনি বাক্যের যথার্থ অর্থ জানেন এবং সেই জ্ঞানানুরূপ বাক্য বলেন, তিনিই আপ্তব্যক্তি । কিন্তু চার্বাকরা আপ্তবাক্যকে প্রমান রূপে মানেন না । কারন -

১। ব্যাক্তিকে আপ্তব্যক্তি হিসেবে মানাটাও অনুমান নির্ভর ।
২। আপ্তব্যক্তির বক্তব্যও অনুমান নির্ভর, আর তাই অনুমাননির্ভর আপ্তবাক্য কোন প্রমান নয় ।
৩। বৈশেষিক মত অনুসরন করেও শব্দকে প্রমান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যায় না ।

Carvaka Theory of Self - Dehatmavada

চার্বাকমতে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা । চার্বাকগন দেহতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করেন না ।

দেহাতিরিক্ত আত্মা না মানলেও চার্বাকরা আত্মা অস্বীকার করেন না । চার্বাকদের মতে সজীব দেহই আত্মা এবং চৈতন্য দেহেরই গুন । দেহকে কেন্দ্র করেই চৈতন্যের জন্ম । দেহাতিরিক্ত আত্মা নেই । আত্মা সম্পর্কে চার্বাকদের এই মত 'দেহাত্মবাদ' বা 'ভূতচৈতন্যবাদ' নামে পরিচিত ।

দেহাত্মবাদের পক্ষে চার্বাকদের যুক্তিগুলি হল :-
১। দেহ পুষ্ট হলে বুদ্ধিবৃত্তি পুষ্ট হয় ।
২। জীবদেহের স্নায়ুমন্ডলির তারতম্য অনুসারে মানসিক শক্তির তারতম্য ঘটতে দেখা যায় ।
৩। দেহের অসুস্থতার ফলে মানসিক শক্তি বা চৈতন্য বিশেষভাবে হ্রাস পায় ।
৪। বার্ধক্যে দেহ ক্ষীন হলে বুদ্ধির দুর্বলতা প্রকাশ পায় । অতএব, দেহই চৈতন্যের আশ্রয়, দেহই আত্মা ।

Four Noble truth :- The teaching of Buddha were oral & were much recorded later by his disciples. It may be said to be three fold - the four noble truths, the noble eightfold path, and the doctrine of dependent origination.

Four noble truth :-

1. There is Suffering.
2. There is cause of Suffering.
3. There is a Cessation of Suffering.
4. There is a way leading to this Cessation of Suffering.

Indian Philosophy

Topic :- Noble Eight fold-path (অষ্টাঙ্গিক মার্গ)

Introduction :- Buddha was primarily an ethical teacher and a social reformer than a theoretical philosopher. The teachings of Buddha may be said to we three fold - the four noble truths, the noble eightfold path & the doctrine of Dependent origination.

The Noble - eight - fold path consists of eight steps which are -

1. Right faith
2. Right resolve
3. Right Speach
4. Right netion
5. Right living
6. Right effort
7. Right thought
8. Right concentration.

This is the noble-eight-fold path contained in the four noble truths.

প্রতীত্যসমূৎপাদবাদ তত্ত্ব :-Theory of depended origination

'প্রতীত্য' অর্থে 'কোন কিছুর অধীনে থাকা' । আর 'সমূৎপাদ' অর্থে 'উৎপত্তি' । কাজেই বুৎপক্তিত অর্থে প্রতীত্যসমূৎপাদ বলতে বোঝায় - শর্তাধীন ভাবে কোন কিছু উৎপন্ন হওয়া ।

প্রতীত্যসমূৎপাদ এক সার্বভৌম কার্যকারন নিয়ম । অনেকে এই তত্ত্বকে বুদ্ধদেবের 'প্রবচনরত্ন' বলেছেন । প্রতীত্যসমূৎপাদবাদ এক মধ্যমপন্থা মতবাদ ।

১। এই তত্ত্ব স্বভাববাদ ও যদৃচ্ছাবাদ নামক দুটি চরমপন্থা মতবাদের মধ্যবর্তী মতবাদ ।

২। এই তত্ত্ব শাশ্বতবাদ ও নাস্তিত্ববাদ নামক দুটি চরমপন্থা মতবাদের মধ্যবর্তী মতবাদ ।

বুদ্ধের দ্বিতীয় আর্যসত্যটি এই তত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয় আর্যমতে বুদ্ধদেব কার্যকারন পরম্পরায় দুঃখের কারনকে এভাবে দেখিয়েছেন।

১। অবিদ্যা
২। সংস্কার
৩। বিজ্ঞান
৪। নামরূপ
৫। ষড়ায়তন
৬। স্পর্শ
৭। বেদনা
৮। তৃষ্ণা
৯। উপাদান
১০। ভব
১১। জাতি
১২। দুঃখ

MADHYAMIKA SUNYAVADA

বৌদ্ধদর্শন প্রধানত দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত - হীনযান ও মহাযান। মহাযানরা ভাববাদী তাদের মধ্যেও আবার দুটি সম্প্রদায় আছে : (১) যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ ও (২) মাধ্যমিক বা শূন্যবাদ।

শূন্যবাদ :- নাগার্জুন হলেন মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। 'মাধ্যমিককারিকা' এই সম্প্রদায়ের প্রামান্য গ্রন্থ।

মাধ্যমিকগন কোন পদার্থের সত্যতা স্বীকার করেন না বলে তাঁদের মতবাদকে 'শূন্যবাদ' বলা হয় । জগতের প্রতিটি ঘটনাই বা বস্তুই উৎপন্ন হওয়ামাত্র বিনাশপ্রাপ্ত হয় । কোন কিছুই নিত্য বা শাশ্বত নয় । মাদ্যমিকদের মতে জগৎ হল এক পরিবর্তন প্রবাহ । জগতের নিত্যতা অস্বীকার করার জন্যই মাধ্যমিক মতবাদকে শূন্যবাদ বলা হয় ।

নাগার্জুনের মাধ্যমিক মতবাদ অনুসারে যা চতুস্কোটির (কোটি অর্থ বচন) অন্তর্গত হয়, তাই নিঃস্বভাব, অবননীয়, শূন্য । চতুস্কোটি হল - সৎকোটি, অসৎকোটি, সদসৎকোটি এবং অনুভয়কোটি । জাগতিক বস্তু চতুস্কোটির অন্তর্ভূক্ত নয় এবং সে কারনে শূন্য । জাগতিক বস্তুর বর্ণনা কোনোভাবেই সম্ভব নয় । বস্তুর এই অবননীয়তাকেই মাধ্যমিক দর্শনে শূন্য বলা হয়েছে ।

According to Sankhya Proofs for the existence of Prakriti

সাংখ্য দর্শন দ্বৈতবাদী । এই দর্শনের দুটি মূল তত্ত্ব হল পুরুষ ও প্রকৃতি । প্রকৃতি (জড়) এবং পুরুষ (আত্মা) । প্রকৃতি হল জড় জগতের মূল উপাদান কারন প্রকৃতি পরিনামী । পুরুষ বা আত্মা হচ্ছে নিত্য / শুদ্ধ / বুদ্ধ / মুক্ত ।

প্রকৃতি শব্দের আক্ষরিক অর্থ ।

প্রকৃতির অস্তিত্বের সপক্ষে যুক্তি :- ঈশ্বরকৃষ্ণ তার সংখ্যাকারিকায় প্রকৃতির অস্তিত্ব সাধক যুক্তিগুলিকে সূত্রাকারে প্রকাশ করেছেন - ভেদানাং, পরিমাণাৎ, সমন্বয়াৎ, শক্তিতঃ প্রবৃত্তশ্চ । কারনকার্য বিভাগাৎ অবিভাগাৎ বৈশ্বরূপ্যস্য সূত্রটিতে চারটি যুক্তির উল্লেখ আছে

১। ভেদানাং পরিমানাৎ

২। সমন্বয়াৎ

৩। শক্তিত : প্রবৃত্তেশ্চ

৪। কারনকার্য বিভাগাৎ অবিভাগাৎ বৈশ্বরূপ্যস্য ।

Prakriti Parinamavada

Process of Evolution of the World. Is it mechanical or Teleological ?

জগতের অভিব্যাক্তি প্রক্রিয়া

সাংখ্যদর্শনের অভিব্যাক্তিবাদ সৎকার্যবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত । সাংখ্য দার্শনিকান বলেন্ জগৎ (কার্য) অব্যক্ত অবস্থায় প্রকৃতিতে (কারন) অবস্থান করে । স্বত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনগুনের সাম্যাবস্থা হল প্রকৃতি । জগৎ সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতি সাম্যাবস্থায় অবস্থান করে । প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগের ফলে প্রকৃতির সাম্যাবস্থার অবসান ঘটে এবং তখনই জগতের অভিব্যাক্তি শুরু হয় ।

পুরুষের সঙ্গে সংযোগের ফলে প্রকৃতির অভিব্যক্তি নিম্নরূপ হল :-

প্রকৃতির পরিনামবাদকে স্বতঃসিদ্ধ উদ্দেশ্যবাদ বলা হয় । প্রকৃতির পরিনাম উদ্দেশ্যহীন বা যান্ত্রিক হতে পারে না । প্রকৃতির পরিনাম সম্পূর্ন উদ্দেশ্যমূলক । পুরুষের ভোগ ও মোক্ষই প্রকৃতির পরিনামের উদ্দেশ্য – এই পরিনামবাদকে অচেতন কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ উদ্দেশ্যবাদ বলা হয় ।

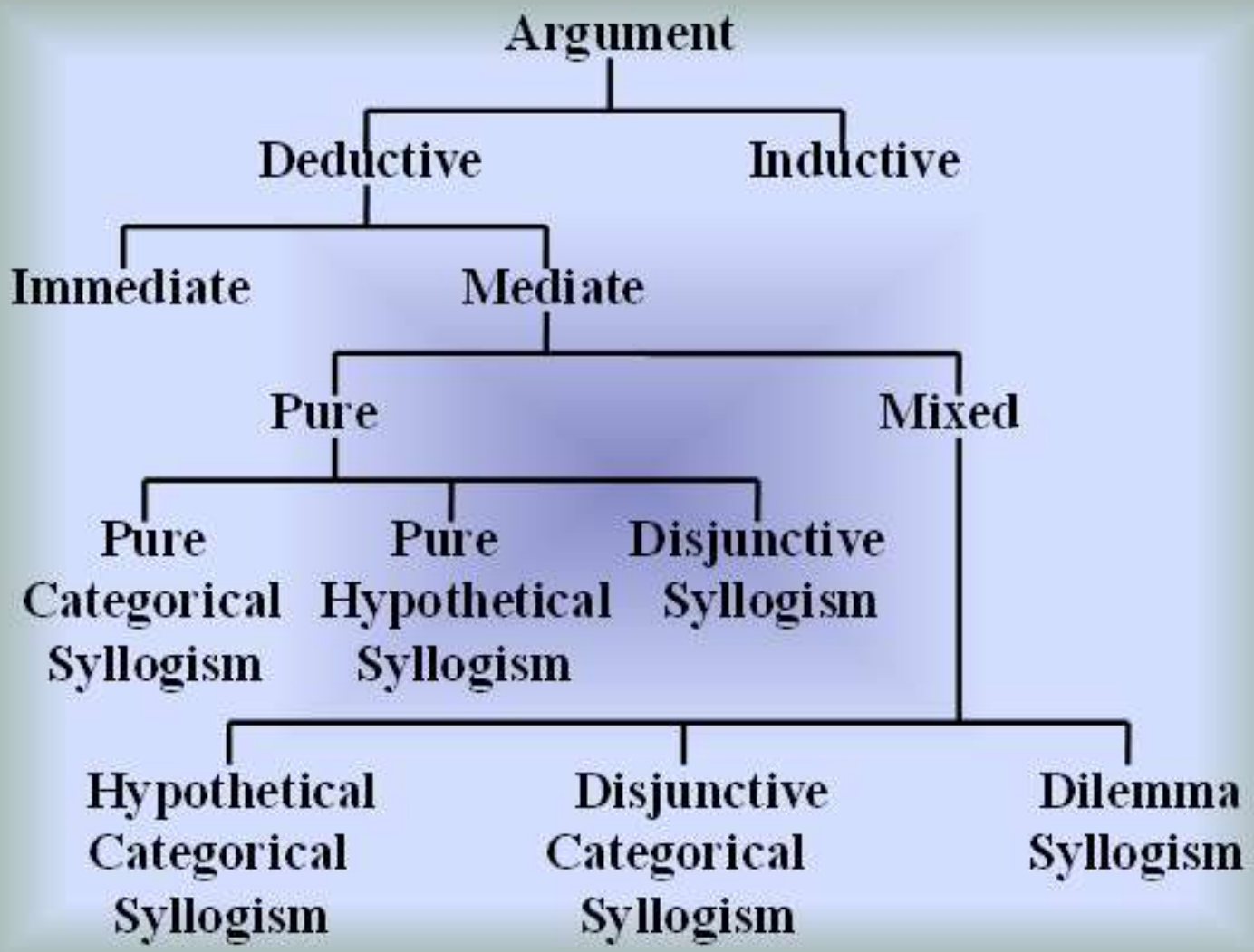

Distinguist between immediate inference and mediate inference :-

অবরোহ অনুমান দুপ্রকার :-

(১) অমাধ্যম অনুমান (Immediate inference)

(২) মাধ্যম অনুমান (Mediate inference)

(১) অমাধ্যম অনুমান :- যে অনুমানে একটি মাত্র বচন থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয় এবং সিদ্ধান্ত যুক্তিবাক্য অপেক্ষা কখনো অধিক ব্যাপক হয় না, তাকে অমাধ্যম অনুমান বলে ।

যেমন - সকল মানুষ হয় মরনশীল,
কোন কোন মরনশীল জীব হয় মানুষ ।

(২) মাধ্যম অনুমান :- অবরোহ অনুমানে দুই বা ততোধিক বচনকে একত্রিত করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হই, তাকে আমরা মাধ্যম অনুমান বলব ।

যেমন - সকল মানুষ হয় মরনশীল,
রাম হয় একজন মানুষ,
রাম হয় মরনশীল ।

Categorical Proposition :- Four fold Scheme of Categorical Proposition.

❖ Proposition is a very important thing of Logic.
Proposition is True or False.
For example - Flower is red-one true Proposition.

There are Four types of Proposition

Universal affirmative (A)	Universal Negative (E)	Particular Affirmative (I)	Particular Nagative (O)

Four important things are - (i) Subject (ii) Predicate (iii) Copula and (iv) Sometimes quantifier.

Conversion (Immediate inference)

The first kind of immediate inference, Called "Conversion". One standard-form categorical proposition is said to be the converse of another when it is formed by simply interchanging the subject and predicate terms of that other proposition.

Rules of conversion :-

1. The conversion of 'A' proposition is 'I' conversion by limitation.
2. The conversion of 'E' proposition is 'E'
3. The conversion of 'I' proposition is 'I'
4. The 'O' proposition can not be converted.

Conversion are two type :-

১। সরল আবর্তন (Simple Conversion) - A - A.

২। অসরল আবর্তন (Conversion by Limitation) - A – I.

Rules of Conversion :-

A	E	I	O
I	E	I	X

Obversion

The next type of immediate inference to be discussed is called "Obversion".

In obversion, the subject term remains unchanged, and so does the quantity of the proposition being obverted. to obvert a proposition, we change its quality and replace the predicate term by its complement.

Thus the A proposition. All residents one voters.

Has as its obverse the E proposition. No residents are non-voters.

Table of obversions

A	E	I	O
E	A	O	I

Opposition of Proposition

Standard form categorical propositions having the same subject terms and the same predicate terms may differ from each other in quality or in quantity on in both.

Classification :- (The square of opposition) There four ways in which propositions may be "opposed" as contradictories, as contraries, as sub contraries and as subatternation are represented by an important and widely used diagram, called the "square of opposition".

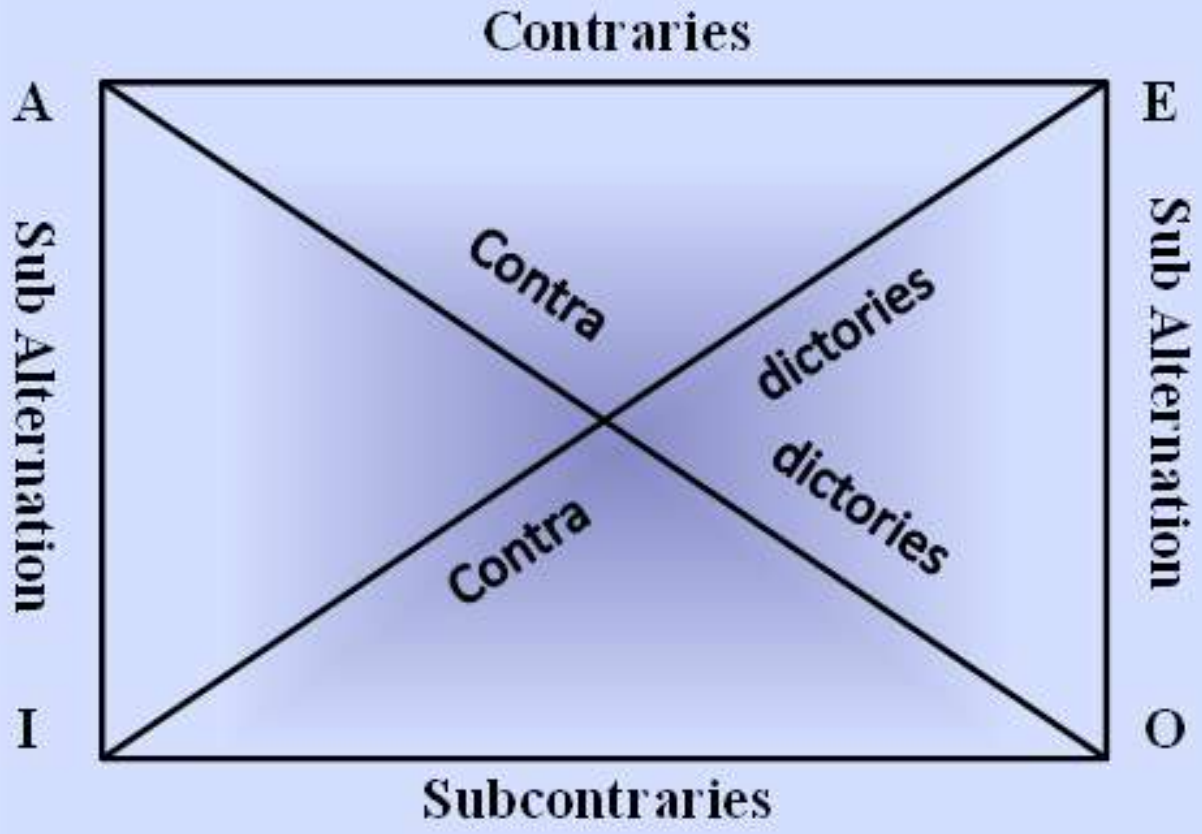

Figure I

Figure

হেতুপদের বিভিন্ন অবস্থান অনুমানের ন্যায়ের যে বিভিন্ন আকার হয়, তাকে বলে সংস্থান, সংস্থান প্রধানত ৪ প্রকারের ।

(১) প্রথম সংস্থান (First Figure)
(২) দ্বিতীয় সংস্থান (Second Figure)
(৩) তৃতীয় সংস্থান (Third Figure)
(৪) চতুর্থ সংস্থান (Fourth Figure)

চিত্রের সাহায্যে বিভিন্ন সংস্থানগুলিকে দেখানো হল –

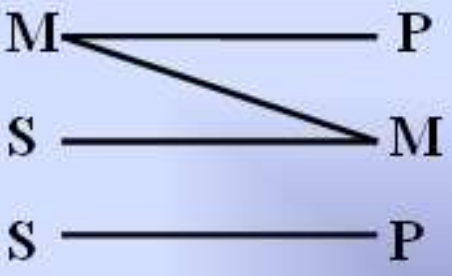

First Figure

Second Figure

Third Figure

Fourth Figure

Symbolism and Diagrams for categorical proposition :-

A categorical syllogism is said to be in standard form when its premisser and conclusion are all standard-form categorical propositions and one arranged in a specified standard order. There are three terms of Syllogism`s - 1. Major

2. Minar and
3. Middle terms.

The Boolean square of opposition maybe represented as shown in figure 2.

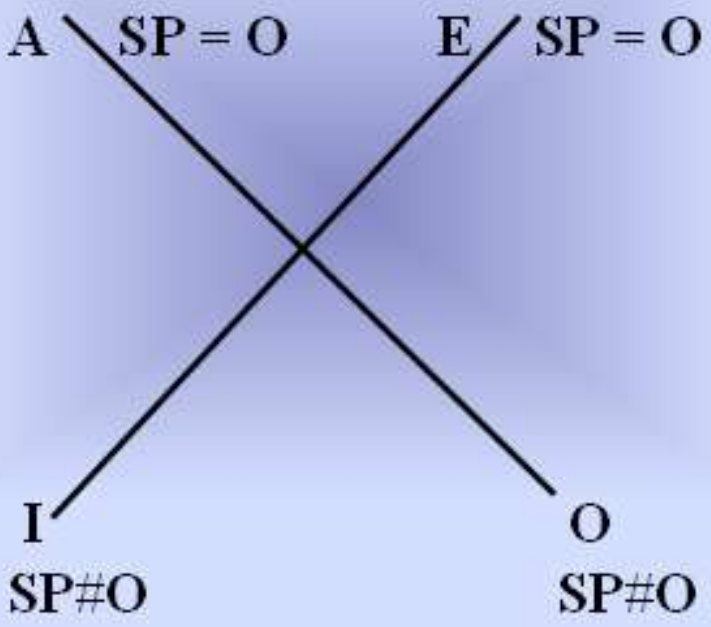

Placed side by side, diagrams for the four standard form categorical propositions

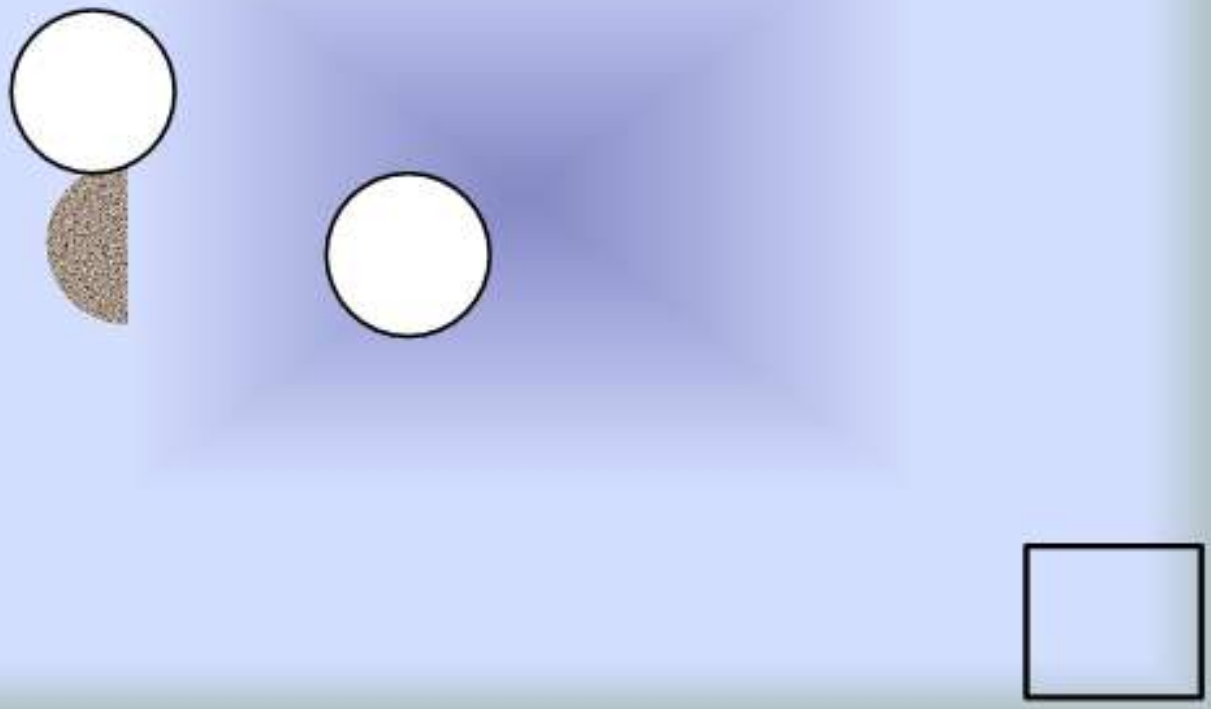

HISTORY OF WESTERN PHILOSOPHY

PLATO (427-341 BCE) :-Plato was born into a wealthy and noble Family in Athens. He opened dedicated to the socvatic search for wisdom. Plato`s school was known as the Academy.

Plato`s theory of knowledge :- Plato`s theory of knowledge was discussed in two different ways at first he discuss - what knowledge and truth are not and after that what knowledge is .

❖ What, knowledge and truth are not :- In these Vegurd`s he give some point of view -

i. Knowledge is not pevception

ii. Knowledge is not opinion or belief.

iii. Knowledge is not only true statement.

❖ What is Knowledge :- In plato`sopinion knowledge has two main characteristics -

i. infallible :- Knowledge not capable of being wrong or making mistake.

ii. of the real :- Knowledge always being real object.

THEORY OF IDEAS OR FORMS

❖ What, according to plato, is 'Idea' or 'Form' ? Plato`s theory of forms or theory of Ideas argues that non-physical (substanitial) forms represent the most accurate reality.

The word 'Idea' originales from the greek word 'eidos' which literally means 'appearance, image'.

According to plato, Ideas generalia, represent the only truth.

CHARACTERISTICS OF THE IDEAS :-

I. ধারনা বা আকার সত্তাবান
II. ধারনা বা আকারগুলি সামান্য
III. ধারনা কোন দৈশিক বস্তু বা পদার্থ নয়, ধারনা হল দ্রব্যবাচক চিন্তা, মনাতিরিক্তভাবে সার সত্তা আছে
IV. ধারনা একটি নয়, অনেক
V. ধারনা একটি ঐক্যবিধায়ক সত্তা
VI. ধারনা অপরিবর্তনীয় শাশ্বত ও অব্যয়

Conclution :- Plato মতে সাবস্তরূপে ধারনা যেমন অনেক, তেমনি আবার একও - সব ধারনা এক সুসংহত মন্ডলীর অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় পরমধারনা কল্যানের ঐক্যসূত্রে গ্রন্থিবদ্ধ হওয়ায় 'এক' ও বলতে হয় ।

IDEA OF THE GOD :-

ঈশ্বরবাদীরা যেমন বহু ঈশ্বর স্বীকার করলেও এক পরমেশ্বরের উল্লেখ করেন, প্লেটো তেমনি বহু ধারনা স্বীকার করলেও এক সর্বচ্চ ধারনা কল্যানের ধারনা স্বীকার করেছেন । তার মতে এই সর্বচ্চ ধারনাই হল ঈশ্বরের ধারনা ।

ARISTOTLE :-

Aristotle মহান চরিত্রের মহান দার্শনিক । সত্যের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি, সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ সামর্থ, নিরলস অধ্যায়ন ও গবেষণা, স্পষ্টবাদিতা তার চরিত্রকে ঐশ্বর্যমন্ডিত করেছে, চিন্তার মতো তার লেখনীও ছিল স্বচ্ছ, স্পষ্ট, বিজ্ঞানসম্মত, কাব্যরসযুক্ত । অ্যারিস্টটলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেখনী হল - The Dialogue of Philosophy, The problemata, The Meteorology.

ARISTOTLE`S OPINION ABOUT PLATO`S THEORY OF IDEAS OR FORMS :-

অ্যারিস্টটল 'ধারনা' বা 'আকারের' সত্তা স্বীকার করেও প্লেটোর ধারনা বাদের অসঙ্গতি নির্দেশ করেছেন ।

অ্যারিস্টটল নিম্নোক্তভাবে প্লেটোর দ্বিজাতিক তত্ত্বের (Two world theory) অসঙ্গতি নির্দেশ করেছেন -

i. প্লেটোর ধারনাবাদ বস্তুজগতের উৎপত্তি তার বৃদ্ধি ও বিকাশের ব্যাক্ষা করতে পারে না ।

ii. ধারনার জগতের ধারনা সমূহের সঙ্গে বস্তুজগতের, বস্তুসমূহের সম্বন্ধ কেমন ? - এই প্রশ্নের সদুত্তর প্লেটোর ধারনাবাদে পাওয়া যায় না ।

iii. ধারনাকে অতীন্দ্রিয়রূপে গন্য করলেও প্লেটোর ধারনা বাস্তবিক পক্ষে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়েছে ।

iv. প্লেটোর ধারনাবাদের বিরুদ্ধে অ্যারিস্টটলের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হল 'তৃতীয় মানব যুক্তি'

v. প্লেটোর ধারনাবাদ অনুসরন করলে কেবল ভাববাচক বস্তুর সমান্তরাল ধারনাই স্বীকৃত হয় না । অভাব বাচক বস্তুর সমান্তরাল ধারনাও স্বীকৃত হয় ।

<u>EVALUATION</u> :- Plato` ধারনাবাদের বিরুদ্ধে অ্যারিস্টটলের অভিমতকে গ্রহনযোগ্য বলা গেলেও সম্বন্ধ সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের অভিমতকে নির্দোষ বলা চলে না ।

SUBSTENCE :-

- ❖ অ্যারিস্টটল সামান্য ধারনাকে সমস্ত দ্রব্যরূপে গন্য না করলেও তাদের বাস্তব সত্তা অস্বীকার করেননি ।
- ❖ দ্রব্য হল 'ব্যাক্তি', সামান্য বিনাসের মিলিত ফল ।

CAUSE :-

অ্যারিস্টটলের কার্যকারনতত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞানের কার্যকারনতত্ত্ব থেকে ভিন্নরূপ ।

Four varieties of Cause :-

কারনের এই ব্যপক অর্থ গ্রহন করে অ্যারিস্টটল চার রকম কারনের উল্লেখ করেছেন –

১। উপাদান কারন (Material Cause) :- যে পদার্থ দিয়ে একটি বস্তু গঠিত হয় সেটাই হল ঐ বস্তুটির উপাদান কারন ।

২। নিমিত্ত কারন :- বস্তুর গতি বা পরিবর্তনের কারন (Efficient Cause) হল নিমিত্ত কারন ।

৩। আকারগত কারন :- বস্তুর 'সারধর্ম' হল আকারগত (Formal Cause) কারন ।

৪। পরম কারন (Final Cause) :- যে উদ্দেশ্যে যে লক্ষ্যসাধনের নিমিত্ত বস্তুর পরিবর্তনটি সাধিত হয়, সেটাই হল পরম কারন ।

Form and Matter :-

i. উপাদান ও আকার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ ।

ii. আকার হল সামান্য বা সামান্যধর্ম (Universal), উপাদান হল বিশেষ (Particular) ।

iii. উপাদান যেমন জড়দ্রব্য নয়, আকার তেমনি বস্তুর আকৃতিও নয় ।

iv. চরমতর্কে, উপাদান নিরাকার অর্থাৎ আকারবিহীন । উপাদান হল জগতের সবকিছুর অন্তর্নিহিত ভিত্তি । উপাদান হল 'সত্তার অব্যক্ত অবস্থা' বা 'সুপ্ত প্রবনতা' এবং আকারকে 'ব্যক্ত অবস্থা' বা 'বাস্তবতা' বলেছেন ।

v. উপাদান হল 'সত্তার অব্যক্ত অবস্থা' বা 'সুপ্ত প্রবনতা' এবং আকারকে 'ব্যক্ত অবস্থা' বা 'বাস্তবতা' বলেছেন ।

সমালোচনা (Eriticism)

i. দুটি জগতের (ধারনার জগত ও বস্তুজগত) অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও, দুটি ভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারেননি ।

ii. অ্যারিস্টটল দুটি মৌলিক পদার্থ হিসাবে আকার ও উপাদানকে গন্য করেও আকারের প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন ।

RENE DESCARIES

১৫৯৬ সালের ৩১ মার্চ ফ্রান্সের তুরীন (Touraine) প্রদেশের একটি ছোট শহরে এক অভিজাত বংশে দেকার্ত জন্মগ্রহন করেন ।

METHOD OF DOUBT :-

দেকার্তের লক্ষ্য হল দর্শনকে, গনিতের মতো সুনিশ্চিত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করে দার্শনিক জ্ঞানকে, গনিতের জ্ঞানের মতো সর্বজনস্বীকৃতরূপে প্রতিষ্ঠা করা ।

দেকার্ত মূলত চারটি বিধি অনুসরনকেই 'পদ্ধতি' বলেছেন ।

প্রথম বিধি :- সমস্তরকম পূর্বসংস্কার পরোত্যাগ করে বিশুদ্ধ বুদ্ধির উপর নির্ভর করে যা আমাদের স্পষ্টরূপে অনুভূত হবে, কেবল তাকেই সত্যরূপে স্বীকার করা ।

দ্বিতীয় বিধি :- এই বিধিটি বিশ্লেষনমূলক । এখানে জ্ঞানলাভ করতে হলে বিষয়টিকে সরল অংশে বিশ্লেষন করে সেইসব শংশের সত্যাসত্য নির্ধারন করা ।

তৃতীয় বিধি :- সরলতম জ্ঞান থেকে ধীরে ধীরে জটিলতম জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হওয়া । এই বিধিটি সংশ্লেষন মূলক ।

চতুর্থ বিধি :- উপরিউক্ত তিনটি বিধির যথার্থতা সম্পর্কে পর্যালোচনা ও ভুলত্রুটির বিষয়ে সতর্ক থাকা ।

দেকার্তের সংশয় পদ্ধতির বৈশিষ্ট :

১. সর্বগত বা সার্বিক পদ্ধতি ।
২. দেকার্তের সংশয় নেহাৎই একটা প্রকরন বা পদ্ধতি মাত্র, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নয় ।
৩. দেকার্তের সংশয় শর্তসাপেক্ষ এবং সাময়িক ।
৪. দেকার্তের সংশয় তত্ত্বগত, ব্যবহারিক নয় ।

Evaluation :- এই চারটি বিধি অনুসরন করার অর্থ হল, নির্বিচারে কোন জ্ঞানকে 'সত্য' বলে স্বীকার না করা ।

PROOFS FOR THE EXISTENCE OF GOD

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য দেকার্ত তিনটি যুক্তির উল্লেখ করেছেন :-

১. প্রথম কারন ভিত্তিক যুক্তি : মনস্থ ঈশ্বরের ধারনার কারন হল ঈশ্বর স্বয়ং ।
২. দ্বিতীয় কারন যুক্তি : ঈশ্বর আসার অস্তিত্বের কারন ।
৩. লক্ষন ভিত্তিক যুক্তি : লক্ষনভিত্তিক যুক্তিতে 'ঈশ্বরের ধারনাটির স্বরুপ বা লক্ষন বিশ্লেষন করে ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয় ।

PHILOSOPHY OF RELIGION

<u>ধর্ম (Religion)</u> :- অতিপ্রাকৃত ও অতীন্দ্রিয় সত্তা বা শক্তি সমন্ধে বিশ্বাস থেকে উৎপন্ন কতগুলি আবেগ অনুভূতি যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিশেষ কতগুলি আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ।

<u>দর্শন (Philosophy)</u> :- জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞান ।

<u>ধর্ম দর্শন (Philosophy of religion)</u> :- ধার্মিক ব্যাপারগুলি সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনা ।

ধর্ম দশ্নের কাজ :- ধর্ম দর্শনের কাজ তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত -

1. Epistemological :- জ্ঞান তত্ত্বিয় অংশের কাজ ধর্মজ্ঞানের উৎপত্তি, স্বরুপ ও সীমানা সংক্রান্ত প্রশ্নগুলির আলোচনা ।
2. Outological :- ধর্মিয় ধারনা ও বিশ্বাসগুলির সঙ্গে বাস্তব জগৎ বা পরম সত্তার সম্পর্ক আবিস্কার ।
3. Axiological :- ধর্মে স্বীকৃত মানব মূল্যগুলির বস্তুগত যথার্থ বিচার ।

THEORIES OF ORIGIN OF RELIGION

ধর্মের উৎপত্তির প্রশ্নটিকে দুটি দৃষ্টিভোঙ্গি থেকে বিচার করা যায় -

1. Anthropological (বাহ্য বা নৃতাত্বিক)
2. Psychological (মনস্তাত্বিক)

১. ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে নৃতাত্বিক মতবাদ :-

ক) প্রানবাদ (Animism) : প্রানবাদ মনে করে প্রাকৃতিক সব কিছুর মধ্যেই অদৃশ্য অ-শরীরী আত্মা বা প্রানশক্তি বর্তমান ।

খ) প্রেতপূজাবাদ (Ghost Worship) : এই মতবাদ বিশ্বাস করে পূর্ব পুরুষের প্রেতাত্মার উপাসনাই ধর্মের আদি রুপ ।

গ) টোটেম পূজাবাদ (Totemism) : কোন এক জাতীর প্রানী বা উদ্ভিদ, কোন নিস্প্রান বস্তু যার সঙ্গে কোনো এক সামাজিক গোষ্ঠীর বা কৌমের বিশ্লেষ ঘনিষ্ট সম্পর্ক কল্পনা করা ।

ঘ) 'মানা'-বাদ (Conception of Mana) : এই মতবাদ বিশ্বাস করে যে স্তরে কোন অনিরচনীয় নৈব্যাক্তিক রহস্যময় শক্তির উপস্থিতিতে ব্যাক্তির মনে ভয়ের উদ্রেক হত সেই স্তরে ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল ।

২. ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ :- মনস্তাত্ত্বিক মতবাদে, মানুষের মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতিকেই ধর্মের ভিত্তি বলে মনে করা হয় । এই মতবাদে বলা হয়েছে -

ক) মানুষ ধর্মপ্রবন কেননা, মানুষের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধীয় এক সহজাত প্রবৃত্তি আছে ।
খ) মানুষ ধর্ম প্রবন, কেননা মানুষের একটি ধর্মিয় বৃত্তি আছে ।
গ) ধর্ম চেতনার উৎস হল একটি প্রাথমিক আকো বা ভয় ।

PROOFS FOR THE EXISTENCE OF GOD

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য দেকার্ত তিনটি যুক্তির উল্লেখ করেছেন :-

১. প্রথম কারন ভিত্তিক যুক্তি : মনস্থ ঈশ্বরের ধারনার কারন হল ঈশ্বর স্বয়ং ।
২. দ্বিতীয় কারন যুক্তি : ঈশ্বর আসার অস্তিত্বের কারন ।
৩. লক্ষন ভিত্তিক যুক্তি : লক্ষনভিত্তিক যুক্তিতে 'ঈশ্বরের ধারনাটির স্বরুপ বা লক্ষন বিশ্লেষন করে ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয় ।

দেকার্তের সংশয় পদ্ধতির বৈশিষ্ট :

১. সর্বগত বা সার্বিক পদ্ধতি ।
২. দেকার্তের সংশয় নেহাৎই একটা প্রকরন বা পদ্ধতি মাত্র, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নয় ।
৩. দেকার্তের সংশয় শর্তসাপেক্ষ এবং সাময়িক ।
৪. দেকার্তের সংশয় তত্ত্বগত, ব্যবহারিক নয় ।

Evaluation :- এই চারটি বিধি অনুসরন করার অর্থ হল, নির্বিচারে কোন জ্ঞানকে 'সত্য' বলে স্বীকার না করা ।

PHILOSOPHY OF RELIGION

ধর্ম (Religion) :- অতিপ্রাকৃত ও অতীন্দ্রিয় সত্তা বা শক্তি সম্বন্ধে বিশ্বাস থেকে উৎপন্ন কতগুলি আবেগ অনুভূতি যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিশেষ কতগুলি আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ।

দর্শন (Philosophy) :- জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞান ।

ধর্ম দর্শন (Philosophy of religion) :- ধার্মিক ব্যাপারগুলি সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনা ।

ধর্ম দশ্নের কাজ :- ধর্ম দর্শনের কাজ তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত -

1. Epistemological :- জ্ঞান তত্ত্বিয় অংশের কাজ ধর্মজ্ঞানের উৎপত্তি, স্বরুপ ও সীমানা সংক্রান্ত প্রশ্নগুলির আলোচনা ।
2. Outological :- ধর্মিয় ধারনা ও বিশ্বাসগুলির সঙ্গে বাস্তব জগৎ বা পরম সত্তার সম্পর্ক আবিস্কার ।
3. Axiological :- ধর্মে স্বীকৃত মানব মূল্যগুলির বস্তুগত যথার্থ বিচার ।

THEORIES OF ORIGIN OF RELIGION

ধর্মের উৎপত্তির প্রশ্নটিকে দুটি দৃষ্টিভোঙ্গি থেকে বিচার করা যায় -

1. Anthropological (বাহ্য বা নৃতাত্ত্বিক)
2. Psychological (মনস্তাত্ত্বিক)

১. ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিক মতবাদ :-

ক) প্রানবাদ (Animism) : প্রানবাদ মনে করে প্রাকৃতিক সব কিছুর মধ্যেই অদৃশ্য অ-শরীরী আত্মা বা প্রানশক্তি বর্তমান ।

খ) প্রেতপূজাবাদ (Ghost Worship) : এই মতবাদ বিশ্বাস করে পূর্ব পুরুষের প্রেতাত্মার উপাসনাই ধর্মের আদি রুপ ।

গ) টোটেম পূজাবাদ (Totemism) : কোন এক জাতীর প্রানী বা উদ্ভিদ, কোন নিস্প্রান বস্তু যার সঙ্গে কোনো এক সামাজিক গোষ্ঠীর বা কৌমের বিশ্লেষ ঘনিষ্ট সম্পর্ক কল্পনা করা ।

ঘ) 'মানা'-বাদ (Conception of Mana) : এই মতবাদ বিশ্বাস করে যে স্তরে কোন অনিরচনীয় নৈব্যাক্তিক রহস্যময় শক্তির উপস্থিতিতে ব্যাক্তির মনে ভয়ের উদ্রেক হত সেই স্তরে ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল ।

২. ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ :- মনস্তাত্ত্বিক মতবাদে, মানুষের মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতিকেই ধর্মের ভিত্তি বলে মনে করা হয় । এই মতবাদে বলা হয়েছে -

ক) মানুষ ধর্মপ্রবন কেননা, মানুষের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধীয় এক সহজাত প্রবৃত্তি আছে ।
খ) মানুষ ধর্ম প্রবন, কেননা মানুষের একটি ধর্মিয় বৃত্তি আছে ।
গ) ধর্ম চেতনার উৎস হল একটি প্রাথমিক আকো বা ভয় ।

PROOFS FOR THE EXISTENCE OF GOD

ধর্ম দর্শনের ইতিহাসে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমান হিসাবে তিনটি যুক্তি দেখানো হয় -

ক) বিশ্বতত্ত্ব সম্পর্কীয় যুক্তি (Cosmilogical Argument)
খ) উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রমান (Teleological Argument)
গ) সত্তাসংক্রান্ত প্রমান (Outological Argument)
পরবর্তী কালে কান্ট তার একটি প্রমান যুক্ত করেছেন -
ঘ) নৈতিক প্রমান (Moral Argument)

Main besis of Christianity

ইহুদি ধর্মতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে যীশুখ্রীষ্টের দ্বারা প্রবর্তিত একেশ্বরবাদী ধর্ম। বাইবেল খ্রীষ্টানদের মূল ধর্মগ্রন্থ। এটি দুটি ভাগে বিভক্ত -

i. Old testament
ii. New testament

এই ধর্মের সাধারন বৈশিষ্ট :-

১. একেশ্বরবাদ
২. ঈশ্বরের ত্রিতত্ত্ব
৩. অণুসূচনা ও প্রার্থনা
৪. অণুগ্রহ ও প্রেম